আওয়ামী লীগ আস্ট্রেলিয়া শাখার সম্মেলন ও কর্মী সভা

গত ১৯শে জুলাই লাকেম্বাস্থ পেরী পার্কের লাকেম্বা স্পোর্স ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় বহু প্রতিক্ষিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আস্ট্রেলিয়া শাখার সম্মেলন ও কর্মী সভা। দীর্ঘদিনের জড়াজির্ণতার অবসান ঘটিয়ে অস্ট্রেলিয়াতে প্রথমবারের মতো সম্পন্ন হলো আওয়ামী লীগের সম্মেলন।

সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল তিনটিঃ

- কর্মী সমাবেশ,
- কাউনসিল অধিবেশন, এবং
- বর্ধিত সভা।

সম্মেলনের পূর্বে পুরাতন সদস্যদের সদস্যপদ নবায়ন এবং নতুন সদস্যপদের জন্য আওয়ামী আদর্শে বিশ্বাসী কমিউনিটির সদস্যদের আমন্ত্রন জানানো হয়। আমন্ত্রনে সাড়া দিয়ে সদস্যপদের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আবেদন পত্র জমা পরে এবং সদস্যপদ গ্রহন করেন। উল্লেখ্য যে, আবেদনকারিদের বেশীর ভাগিই তরুন, যারা দল এবং কমিউনিটির জন্য কাজ করতে উৎসাহী।

সম্মেলনের শুরুতে আনিসুর রহমান রিতু সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য আওয়ামী লীগের আহবায়ক অধ্যাপক শামস্ রহমানকে আমন্ত্রন জানান। অধ্যাপক রহমান উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু করেন। কর্মী সমাবেশে একে একে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি মিজানুর রহমান তরুণ, আওয়ামী লীগ সদস্য আবদুল হাকিম, সলিসিটর আমজাদ হোসেন, ড. খায়রুল ইসলাম, আরও বক্তব্য রাখেন যুব লীগের যুগ্ম আহব্বায়ক মোস্তাক মেরাজ, আওয়ামী লীগের শামীম আল নোমান, ছাত্র লীগের সাজ্জাদ পলিন, মুইদুজ্জামান সুজন, ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক ও সিমুন হাসান রবিন।

বক্তারা প্রবাসে দলের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিদেশে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যত রূপরেখা বিশদভাবে তুলে ধরেন। সেই সাথে বিগত সময়ে দলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি এবং সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতা আনায়নের মধ্য দিয়ে দলকে সফলভাবে পরিচালনা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহবায়ক অধ্যাপক শামস্ রহমান এবং সদস্য সচিব আনিসুর রহমান রিতুকে ধন্যবাদ জানান।

মধ্যান্ন ভোজের পর শুরু হয় বহু কাঙ্খিত কাউনসিল অধিবেশন। দলের গণতান্ত্রিক ধারা মোতাবেক আওয়ামী লীগ, আস্ট্রেলিয়ার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য নাম প্রস্তাব করার জন্য কাউনসিল অধিবেশনে উপস্থিত সকল কর্মীদের সরাসরি আহ্বান করা হয়। জনাব মোস্তাক মেরাজ সভাপতি পদে অধ্যাপক শামস্ রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে আনিসুর রহমান রিতুর নাম প্রস্তাব করেন। জনাব মোসলে উর রহমান খুসবু এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। পদ দুটির জন্য অন্য কোন প্রস্তাব না আসায়, সভাপতি পদে অধ্যাপক শামস্ রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে আনিসুর রহমান রিতুর প্রতি কর্মী ও সদস্যদের সমর্থন আছে কি না জানতে চাইলে উপস্থিত সকলে হাত তুলে তাদের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন। এখানে উল্লেক্ষ্য যে, সভায় নব নির্বাচিত সভাপতি এবং সাধারন সম্পাদককে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় ছাত্র লীগ, যুব লীগ এবং সহযোগি সংগঠন মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে নিয়ে বর্ধিত সভা। বর্ধিত সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের নব নির্বাচিত সভাপতি। অধ্যাপক রহমান তার ভাষনে দলের ভবিষ্যত কর্মসূচি প্রদান করেন এবং সকলকে একযোগে কমিউনিটি জন্য কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান রিতু।